তারিখ 15 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সংবাদ

এইচএসসি পরীক্ষায় ড্রপ-আউটের রেকর্ড!

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ড্রপ-আউটের সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে ঝরে পড়েছে ৮৩ হাজার ৪৯১ জন। গত ২৯ মে সারাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার ৬ লাখ ২০ হাজার ২০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এবারের এইচএসসি পরীক্ষা গত ১০ জুলাই শেষ হয়েছে।

দু'বছরের পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ শেষে রেজিস্ট্রেশন ও প্রবেশপত্র সংগ্রহের পর এসব পরীক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে। এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর আগের দিন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের দেয়া পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশনকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সব বোর্ডে ড্রপ-আউট শতকরা ২৩.৫৮ ভাগ। তবে এর আগে সংখ্যার দিক থেকে এ বছরের মতো শিক্ষার্থী কখনও ঝরে পড়েনি। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ড্রপ-আউটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সব বোর্ডের মধ্যে কারিগরি বোর্ডে ড্রপ-আউটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শিক্ষা উপদেষ্টা কারিগরি বোর্ডের ড্রপ-আউট উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করে থাকেন। অন্যদিকে ৯টি বোর্ডের পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে ৭ জন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে! এবার নকল ও অসদাচরণের অভিযোগে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাওয়ার পর ঝরে পড়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক। এটা বড় ধরনের 'সিস্টেম লস'। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলেন, শিক্ষা ও সার্টিফিকেট পাওয়ার পর নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশাও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। তবে যথাযথ প্রস্তুতির অভাব ও প্রত্যাশানুযায়ী ফল করতে না পারার আশঙ্কা থেকেও অনেক পরীক্ষার্থী কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ নিলেও অপরগুলোতে আর অংশ নেয়নি। প্রথম চার দিনে অনুপস্থিত ছিল ৩১ হাজারের মতো। শেষে তা ৮৩ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের জন্য শুধু অভিভাবকদের অর্থসম্পদ ব্যয় নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকার ছাত্রছাত্রীপিছু দিন দিন ব্যয় বাড়িয়েই চলেছে। তারপরও যদি তারা পরীক্ষায় অংশ না নেয় তবে সবদিক থেকেই হতাশাজনক। এখন বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখা উচিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকার যে পরিমাণ টাকা-পয়সা খরচ করছে, তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্লাসরুম টিচিং দিন দিন কমে যাচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও 'কোচিং' বা প্রাইভেট টিউশননির্ভর হয়ে পড়ছে। ফলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও প্রাইভেট কোচিংনির্ভর হয়ে পড়ছে। এইচএসসি পর্যায়ের পরীক্ষার ক্রমবর্ধমান ড্রপ-আউট হালকা করে দেখা উচিত হবে না। কেননা এ পর্যায়ের শিক্ষার ওপর নির্ভর করছে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির সাফল্য।